



## সাওমের আহকাম

আরিফুল ইসলাম



## সূচিপত্র

- সাওমের পরিচয়
- রোজার প্রকারভেদ
- সাওমের শর্তাবালী (পূর্বে-ফরজ হওয়ার শর্ত)
- সাওমের শর্তাবালী (সময়-সাওম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত (রুকন)
- যেসব বিষয়; রোজা ভঙ্গের কারণ নয়
- যেসব বিষয়; রোজা ভঙ্গের কারণ এবং তাতে শুধু কাযা আবশ্যিক হয় (আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ২৯১)
- যেসব বিষয়; রোজা ভঙ্গের কারণ এবং তাতে কাযা-কাফফারা আবশ্যিক হয় (আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ২৮৭)
- কাফফারার পরিচয়- আহকাম এবং শর্ত (আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ২৮৮-৯০)
- যেসব বিষয় রোজাদারদের জন্য মাকরুহ এবং মাকরুহ নয় (আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ২৯৩-৯৪)
- যেসব বিষয় রোজাদারদের জন্য মুস্তাহাব (আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ২৯৫)
- মডার্ন কিছু চিকিতিসা গ্রহণে সাওম ভঙ্গ হওয়ার মূলনীতি

MARCH 5, 2018

ISLAMIC ONLINE MADRASAH

# Islamic online madrasah

## সাওমের পরিচয়

### সাওমের অভিধানিক অর্থ:

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহু বচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّرْكُ لَهُ. وَقِيلَ لِلصَّائِمِ صَائِمٌ: لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنَكْحِ. “কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে”

وَقِيلَ لِلصَّامِتِ: صَائِمٌ، لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْكَلَامِ. وَقِيلَ لِلْفَرَسِ: صَائِمٌ، لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْعَلْفِ مَعَ قِيَامِهِ.

“চুপ থাকা ব্যক্তিকে ‘সায়েম’ বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও ‘সায়েম’ বলা হয়।”

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأَكْلِ وَتَرْكُ الْكَلَامِ.

“সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা” যেমন কুরআনে এসেছে,

{فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ} [مریم: ۲۶]  
“অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]

সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُوَ الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

“সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

{إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ} [الزمر: ১০]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০]<sup>1</sup>

### সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكماً، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية. وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

“সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্বোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> দেখুন, তাহযীবুল লুগাহ ১২/১৮২, লিসানুল ‘আরব: ১২/৩৫০।

<sup>2</sup> আল-কামুসুল ফিকহি, পৃ: ৩৫০।

## Islamic online madrasah

কারও কারও মতে, ‘সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী‘আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলেন,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.  
“সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম হলো সাওম।”<sup>3</sup>  
বদরুদ্দীন ‘আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

“খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্বোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।”<sup>4</sup>

শরী‘আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সম্বোগ ও শরী‘আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী‘আতে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থানা যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]  
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেকোনো ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল -এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কয়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা।”<sup>5</sup>

### রমযান ও সাওমের ফযীলত

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيُقِلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمَسْكَ» «يُنْزَلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِ الصِّيَامِ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

“সাওম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুখের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চেয়েও উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সাওম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের

<sup>3</sup> তা‘রিফাত লিল জুরজানী, পৃ: ১৭৮।

<sup>4</sup> আল বিনায়া শরহে হিদায়া, ৪/৩।

<sup>5</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

## Islamic online madrasah

বিনিময় দশ গুণ”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১। )

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

“যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়

এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দি করা হয়”। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭৯।)

### রোজার প্রকারভেদ

১. ফরজ ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নত ৪. মুস্তাহাব ৫. মাকরুহ ৬. হারাম

#### ১. ফরজ রোজা

পবিত্র রমজানের এক মাস রোজা হচ্ছে ফরজ রোজা।

#### ২. ওয়াজিব রোজা

১. মানতের রোজা,
২. নফল রোজার কাজা,
৩. যা শুরু করার পর ফাসিদ (ভঙ্গ) হয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন কাফফারার রোজা।

#### ৩. সুন্নত/নফল রোজা

১. পবিত্র আশুরা (১০ মহররম) উপলক্ষে দুটি রোজা রাখা। অর্থাৎ ৯-১০ অথবা ১০-১১ তারিখে রোজা রাখা।
২. শাবান মাসে বেশী রোজা রাখা।
৩. শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা।
৪. জিলহজ মাসের ১-৯ তারিখ পর্যন্ত ৯টি রোজা।
৫. প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোজা রাখা।
৬. প্রতি সপ্তাহের ইয়াওমুল ইসনাইনিল আজিম তথা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখা।
৭. যে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ সে পাঁচ দিন ব্যতীত অন্য যে কোনো দিন রোজা রাখা।
৮. দাউদি রোজা অর্থাৎ প্রতি একদিন পরপর রোজা রাখা।
৯. অবিবাহিত যুবকদের রোজা। যারা বিয়ে করতে পারছে না এবং পাপ হতে বাঁচার জন্য রোজা রাখছে।

#### ৪. মাকরুহ রোজা

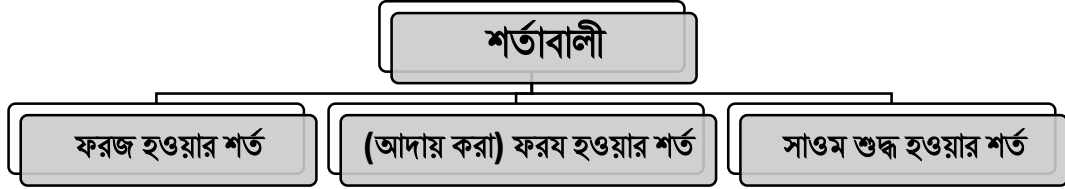
১. ইয়াওমুস সাক অর্থাৎ চাঁদের ৩০ তারিখ দিনে রোজা রাখা সাধারণভাবে মাকরুহ।
২. এছাড়া আশুরা উপলক্ষে একদিন রোজা রাখা।
৩. নিজ থেকে নির্দিষ্ট করে কোন একদিন সাওম রাখা। which date is not selected by sunnah.

#### ৫. হারাম রোজা

১. পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন।
২. পবিত্র ঈদুল আজহার দিন।

3. ঈদুল আজহার দিনের পরবর্তী তিন দিন (১১, ১২, ১৩ জিলহজ তারিখে) রোজা রাখা হারাম
4. প্রতিদিন রোজা রাখা
5. সাওমে বিসাল বা সেহরি-ইফতার না করে টানা রোজা রাখা
6. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার উপস্থিতিতে স্ত্রীর নফল রোজা রাখা

### ফরজ রোজা



### ফরজ হওয়ার শর্ত

#### নিম্নোক্ত শ্রেণী মানুষের ওপর ফরজ

- মুসলমান হওয়া। মুসলিম ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা ফরজ। রোজা কোন অমুসলিমের জন্য ফরজ নয়।
- বালগ হওয়া। নাবালগের ওপর রোজা ফরজ নয়,
- সুস্থব্যক্তি হওয়া। শারীরিক ভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার নিয়ম নাই। তবে সাধারণ অসুখ বিসুখ হলে যদি সে রোজা রাখার উপযোগী হয় তবে সে রোজা রাখতে পারবে।

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] (2 البقرة: 185)

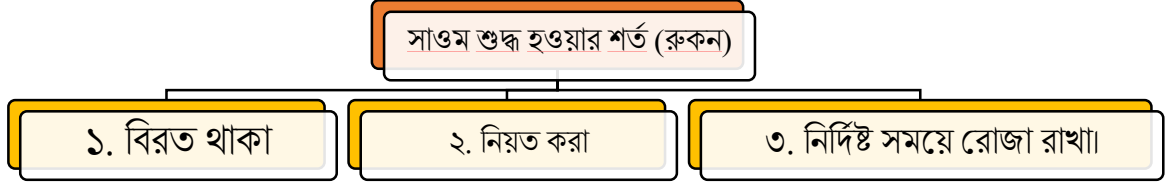
“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

- সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। পাগলের ওপর রোজা ফরজ নয়।
- স্বাধীন হওয়া। পরাধীন (যুদ্ধবন্দী) নয় এমন ব্যক্তি হওয়া।
- সজ্ঞান হওয়া। অর্থাৎ যিনি রোজা রাখবেন তিনি নিজ জ্ঞানে বা স্বেচ্ছায় আল্লাহর হুকুম পালন করবেন।
- মুকিম হওয়া। অর্থাৎ স্থায়ীবাসিন্দা হওয়া। মুসাফিরের ওপর রোজা ফরজের ব্যপারে একটু ভিন্নতা আছে যেমন কষ্টসাধ্য ভ্রমণ হলে পরবর্তীতে রোজা আদায়ের বিধান আছে। আমি মনে করি বর্তমানে সফর অনেক আরামের সাথে করা যায় তাই সফর অবস্থায় একমাত্র কাহিল হয়ে না পড়লে রোজা রাখা উচিত।

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] (2 البقرة: 185)

“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

- হায়েয তথা ঋতুকাল এবং নিফাস তথা সন্তান জন্মদান পরবর্তী সময়ে পবিত্র থাকা। মহিলাদের হাফেজ ও নিফাসের সময়ে রোজা রাখা যাবে না। হায়েজ-নিফাসের কারণে যে কয়টা রোজা ভঙ্গ হবে, তা পরবর্তীতে কাজা করে নিতে হবে।



### ১. বিরত থাকা

বিরত থাকা মানে পানাহার, জৈবিক চাহিদা মেটানো ও অন্যান্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

### ২. নিয়ত করা

নিয়ত করার অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে রোজা রাখার আন্তরিক সংকল্প পোষণ করা। হযরত রাসূল (স.) বলেন, যাবতীয় কার্যাবলী নিয়তের দ্বারাই মূল্যায়ন করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)।

- ফজর উদয় হওয়ার আগেই অর্থাৎ রাতের মধ্যেই নিয়ত করে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়ত করল না, তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবু দাউদ : ২৪৫৪)

যে ব্যক্তি রাতের মধ্যেই সিয়ামের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (এ নির্দেশ শুধুমাত্র ফরয রোযার ক্ষেত্রে) (নাসাঈ : ৪/১৯৬)

- যদি রোজা নফল হয় তাহলে ভোর হওয়ার পর এমনকি সূর্য উপরে উঠার পরও নিয়ত করলে চলবে, যদি সে পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকে। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার সকালে রাসূল (স.) এসে বললেন, তোমাদের মাঝে খাওয়ার কিছু আছে? আমরা বললাম ‘না’। তিনি বললেন, তাহলে আমি রোজা রাখলাম। (মুসলিম)

বি.দ্র. ফিকাহবিদরা যে সব ব্যক্তি রমজানে সাহরীর পর নিয়ত করতে ভুলে যান তাদের জন্য সকাল বেলায়ও নিয়ত করার সুযোগ রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শেষ রাতে ওঠা, সাহরী খাওয়াও এক ধরনের রোজার নিয়ত ও সংকল্প।

### ৩. নির্দিষ্ট সময়ে রোজা রাখা

নির্দিষ্ট সময় বলতে- ভোর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না অন্ধকার থেকে সাদা আলোকচ্ছটা দেখা যায়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করা’ (সূরা বাকারা- ১৮৭)।

বি.দ্র. রোজার সঙ্গে সময় ও চাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়া রাসূল (স.) বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখা শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই ঈদ-উল-ফিতরের প্রস্তুতি নাও। আর যদি চাঁদ না দেখ, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করা’ (তিরমিযী)। একই সঙ্গে হাদীস শরীফে আঞ্চলিক পর্যায়ে চাঁদ দেখার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

## Islamic online madrasah

সাওমের রুকন মিসিং হলে...

সাওম ভঙ্গ হবে না

কাযা ওয়াজিব হবে

কাযা এবং কাফফারা ওয়াজিব হবে

### যেসব বিষয় ; রোজা ভঙ্গের কারণ নয়

- অনিচ্ছাকৃত গলার ভেতর খুলা-বালি, ধোঁয়া অথবা মশা-মাছি প্রবেশ করা। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৬/৩৪৯
- অনিচ্ছাকৃত কানে পানি প্রবেশ করা।
- অনিচ্ছাকৃত বমি আসা অথবা ইচ্ছাকৃত অল্প পরিমাণ বমি করা (মুখ ভরে নয়)। (জামে তিরমিজি: ১/১৫৩, হাদিস : ৭২০)
- বমি আসার পর নিজে নিজেই ফিরে যাওয়া।
- চোখে ওষুধ বা সুরমা ব্যবহার করা। আবু দাউদ ১/৩২৩
- ইনজেকশন নেয়া। সুনানে কুবরা বায়হাকি: ৪/২৬৪
- ভুলক্রমে পানাহার করা।
- সুগন্ধি ব্যবহার করা বা অন্য কিছু ঘ্রাণ নেয়া।
- নিজ মুখের থুথু, কফ/শ্লেষ্মা ইত্যাদি গলাধঃকরণ করা।
- শরীর ও মাথায় তেল ব্যবহার করা। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৪/৩১৩
- ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা।
- মিসওয়াক করা। যদিও মিসওয়াক করার দরুন দাঁত থেকে রক্ত বের হয়। তবে শর্ত হলো গলার ভেতর না পৌঁছানো।
- ঘুমের মাঝে স্বপ্নদোষ হলো। সুনানে কুবরা বায়হাকি: ৪/২৬৪
- স্ত্রীলোকের দিকে তাকানোর কারণে কোনো কসরত ছাড়া বীর্যপাত হলো (সহিহ বোখারি : ১/২৫৮)
- স্ত্রীকে চুম্বন করলে, যদি বীর্যপাত না হয় (রোজা না ভাঙলেও এটা রোজার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী)।
- দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা গোশত খেয়ে ফেললে (যদি পরিমাণে ছোলার চেয়ে কম হয়), পরিমাণ বেশি হলে রোজা ভেঙে যাবে।

### রিলেটেড কিছু মাসআলা

- বীর্যপাত ঘটা বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া জায়েয। এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে তরুণদের যেহেতু এ আশঙ্কা থাকে তাই তাদের বেঁচে থাকা উচিত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমরা নবী করিম (সা.)-এর নিকটে ছিলাম। ইতোমধ্যে একজন যুবক এল এবং প্রশ্ন করল, আল্লাহর রাসূল! আমি কি রোজা অবস্থায় চুম্বন করতে পারি? নবী (সা.) বললেন, না। এরপর এক বৃদ্ধ এল এবং একই প্রশ্ন করল। নবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ। আমরা তখন অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। নবী (সা.) বললেন, আমি জানি, তোমরা কেন একে অপরের দিকে তাকাচ্ছ। শোন, বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। -মুসনাদে আহমদ ২/১৮০, ২৫০
- কোনো ধরনের ইঞ্জেকশন-ইনসুলিন বা টিকা নিলে রোজা ভঙ্গ হয় না, এমনকি গ্লুকোজ ইঞ্জেকশনের দ্বারাও রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। -ফাতাওয়া উসমানি : ২/১৮৬
- চোখে সুরমা ও ড্রপ ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয় না। -রদুল মুহতার : ৭/৩৭৯৫
- সুস্থ অবস্থায় রোজার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন বা পাগল হয়ে যায় তাহলে রোজা নষ্ট হবে না। হজরত নাফে (রহ.) বলেন, হজরত ইবনে ওমর (রা.) নফল রোজা অবস্থায় বেহুশ হয়ে যেতেন কিন্তু এ কারণে রোজা ভেঙ্গে ফেলতেন না। -সুনানে কুবরা বায়হাকি: ৪/২৩৫

Principle of breaking fasting from medical perspective

**ভূমিকা**

- ❑ ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ চিকিৎসা সংক্রান্ত রোযা ভাঙ্গা বা না ভাঙ্গার বিষয়ে তাদের রচিত কিতাবাদিতে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা তাদের যুগে প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ছিল। (যেমন ঢুস, শিঙা ও দাগ লাগানো ইত্যাদি) কিছু কিছু চিকিৎসা এমন আছে যা গ্রহণ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, আবার কিছু কিছু চিকিৎসা এমন রয়েছে যা গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- ❑ বর্তমান যুগ হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। এ যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা সঠিক ও বাস্তবসম্মত। পক্ষান্তরে পূর্বের চিকিৎসা ছিল অনেকটা ধারণা ও অনুমান নির্ভর। সুতরাং দু'যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ জন্য দেখা যায় বিভিন্ন অঙ্গের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আদি যুগের অনুমানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি যে ধারণা দিয়েছে, বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তা অস্বীকার করেছে।
- ❑ বর্তমানে এমন বহু আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে যা পূর্বের যুগে ছিল না। এসব নতুন আবিষ্কৃত চিকিৎসার বিধান পুরাতন কিতাবাদিতে পাওয়া যায় না। তাই এ ব্যাপারে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই রোযা ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ব্যাপারে পূর্ব ও বর্তমান যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব যুগের ফকীহদের আলোচনা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে ছিল। বিধায় তারা আমাদের জন্য এমন কিছু মূলনীতি ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যার উপর ভিত্তি করে উভয় যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসাধ্যের কিছু নয়।



প্রাকৃতিক      কৃত্রিম      লোমকূপ





## Islamic online madrasah

প্রাকৃতিক (সাওম ভঙ্গ হবে না)

প্রাকৃতিক (সাওম ভঙ্গ হবে না)

প্রাকৃতিক পথ	সাওমের হুকুম
চোখ	সাওম ভঙ্গ হবে না
কান	সাওম ভঙ্গ হবে না
সামনের রাস্তা	সাওম ভঙ্গ হবে না (সঙ্গম ব্যতীত)

### Related c. ruling medical perspective

Disease	পরিচয়	সাওমের হুকুম
চোখে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করা		রোজা ভাঙবে না (হেদায়া)
কানে ঔষধ প্রদান করা		রোজা ভাঙবে না
সিস্টোসকপি (cystoscopy)	প্রসাবের রাস্তা দিয়ে ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়	রোজা ভাঙবে না

### Note

- ❑ কপার-টি (Coper-T): vagina তে প্লাস্টিক লাগানোকে, যেন সহবাসের সময় বীর্যপাত হলে বীর্য জরায়ুতে পৌঁছাতে না পারে। এ কপার-টি লাগিয়েও সহবাস করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কাযা কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে।
- ❑ ডি এন্ড সি (Dilatation and Curettage): ডি এন্ড সি হল আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্য Dilator এর মাধ্যমে জীবত কিংবা মৃত বাচ্চাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করে নিয়ে আসা। এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে অযথা এমন করলে কাযা-কাফফারা উভয়টি দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে (হেদায়া)
- ❑ এম.আর (M.R): এম আর হল গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে vagina দিয়ে জরায়ুতে এম,আর সিরনজ প্রবেশ করিয়ে জীবত কিংবা মৃত ভ্রূণ নিয়ে আসা। যারপর ঋতুশ্রাব পুনরায় হয়। অতএব মাসিক শুরু হওয়ার কারণে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু যদি রাতের বেলা করা হয় তাহলে দিনের রোজা কাযা করতে হবে না। (ফতহুল কাদীর)

প্রাকৃতিক (সাওম ভঙ্গ হবে)

প্রাকৃতিক পথ	সাওমের হুকুম
দুব	সাওম ভঙ্গ হবে
নাক	সাওম ভঙ্গ হবে
পায়ুপথ	সাওম ভঙ্গ হবে

Related c. ruling medical perspective

Disease	পরিচয়	সাওমের হুকুম
নাকে ঔষধ দেয়া	যদি তা খাবা নলীতে চলে যায়	রোজা ভেঙ্গে যাবে (ফতওয়া শামী)
মুখে ঔষধ ব্যবহার করা	যদি মুখে ঔষধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে বা ঔষধ অংশ বিশেষ গলায় প্রবেশ	রোজা ভেঙ্গে যাবে (ফতওয়া শামী)
চুস লাগানো (Douche)	চুস মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভিতরে প্রবেশ করা হয়.	রোজা ভেঙ্গে যাবে (ফতওয়া শামী)
অক্সিজেন (Oxygen)		রোজা ভেঙ্গে যাবে তবে সবু বাতাসের অক্সিজেন নিলে রোজা ভাঙবে না (ফতওয়া শামী)
নাইট্রোগ্লিসেরিন (Nitro Glycerin):	এরোসল জাতীয় ঔষধ, যা হার্টের জন্য দুই-তিন ফোটা জিহ্বার নীচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখাে ঔষধের কিছু অংশ গলায় প্রবেশ করার প্রকল সম্ভবনা রয়েছে	রোজা ভেঙ্গে যাবে (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)
ইনহেলার (Inhaler)	শ্বাসকষ্ট দূর করার লক্ষ্যে তরল জাতীয় একটি ওষুধ স্প্রে করে মুখের ভিতর দিয়ে গলায় প্রবেশ করান হয়	রোজা ভেঙ্গে যাবে (ইমদাদুল ফতওয়া)
প্রক্টোসকপি (proctoscopy)	পৃথক, পিঁপে, তর্ক, হরিশ, সূঁচ ও বিস্কুল ইত্যাদি রোগের পূর্ণরূপে প্রক্টোসকপি বসনামন্ত্র দিয়ে নল প্রবেশ করিয়ে পূর্ণরূপে করা হয়। যেকোনো বসনামন্ত্র না পায় সে জন্য নলের মধ্যে টিউবের জাতীয় কোন সিলিন্ডার বসে রাখার করা হয়। নলটি পুরোপুরি ভিতরে প্রবেশ করে না। টিউবের মধ্যে মতনামন্ত্র ঐ পিঁপিল বস্তুটি নলের সাথে মিশে থাকে এবং নলের সাহায্যে বেঁচে আসে, কেবলমাত্র থাকে না। অতঃপর নলটি বা পূর্ণরূপে বেঁচে আসে যদিও শরীর তা সেবে না	বস্তুটি ভিজা হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে (ফতওয়া শামী)

note

- ❑ নকল দাঁত মুখে রাখা: রোজা রেখে নকল দাঁত মুখে স্থাপন করে রাখলে রোজার কোন ক্ষতি হয়না। (ইমদাদুল ফতওয়া)
- ❑ দাঁত তোলা: রোজা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন হলে দাঁত তোলা জায়েয আছে। তবে অতি প্রয়োজন না হলে এমনটা করা মাকরুহ। ঔষধ যদি গলায় চলে যায় অথবা থুথু থেকে বেশী অথবা সমপরিমাণ রক্ত যদি গলায় যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (আহসানুল ফতওয়া)
- ❑ পেস্ট, টুথ পাউডার ব্যবহার করা : রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় টুথ পাউডার, পেস্ট, মাজন ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরুহ। কিন্তু গলায় পৌঁছালে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)
- ❑ মিসওয়াক করা : শুকনা বা কাঁচা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজার দ্বারা রোজার কোন ক্ষতি হয় না। চাই যখনই করা হোক না কেন। (ফতওয়া শামী)

## কৃত্রিম পথ

পেটের জখম- যা সরাসরি পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে যায়- অথবা শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করত. যা পাকস্থলিতে পৌঁছে جائفة

হুকুম. পাকস্থলিতে পৌঁছে গেলে সাওম ভেঙ্গে যাবে; অন্যথায় ভাঙবে না (মাবসূতে সারাখসী ৩/৮)



Disease	পরিচয়	সাওমের ক্ষত
এনজিও গ্রাম (Angio Gram)	হাট ব্লক হয়ে গেলে উরুর গোড়া দিয়ে কেটে বিশেষ রঙের ভিতর দিয়ে হাট পর্যন্ত যে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হয়	রোজা ভাঙবে না। যদিও কোন ধরনের ঔষধ লাগানো থাকে (ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা)
লেপারোস কপি (Laparoscopy)	শিক্ জাতীয় একটি যন্ত্র দ্বারা পেট ছিদ্র করে পেটের ভিতরের কোন অংশ বা গোশত ইত্যাদি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।	যদি ঔষধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে অন্যস্থায় রোযা ভাঙবে না।
(Brain Operation)		রোজা ভাঙবে না।

## লোমকূপ

লোমকূপ প্রকৃতপক্ষে কোন রাস্তা নয়. বরং শরীরে অতি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ছিদ্র. যে ছিদ্র দিয়ে তরল কোন পদার্থও স্বাভাবিকভাবে অক্রিম করতে পারে না। বরং চুইয়ে চুইয়ে একটু একটু করে যায়। প্রক্ষান্তরে সাওম ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য মূলনীতি হলো, স্বাভাবিকভাবে কোন কিছু প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম পথ দিয়ে পাকস্থলি পৌঁছে স্থির হওয়া। তাই লোমকূপ দিয়ে কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া ভেতরে প্রবেশ করলেও সাওম নষ্ট হবে না। প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ. ফুকাহায়ে কেলাম একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি পানিতে গোসল করবে. এবং এর শীতলতা ভেতরে অনুভব করবে তাতে তার সাওম নষ্ট হবে না। (শামী ৩/৩৭৬)

## Islamic online madrasah

Disease	পরীক্ষা	সাওমের হুকুম
ইনজেকশন (Injection):	রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না	ইনজেকশন নিলে রোযা ভাঙবে না (জাওয়াহিরুল ফতওয়া)
আলট্রাসোনোগ্রাম(Ultrasonogram)	আলট্রাসোনোগ্রাম পরীক্ষায় যে ঔষধ বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সবই চামড়ার উপরে থাকে	রোযা ভাঙবে না
স্যালাইন (Saline)	রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না	রোযা ভাঙবে না রোজার কষ্ট লাঘবের জন্য স্যালাইন নেয়া মাকরুহ। (ফতওয়ায়ে দারুল উলুম)
<b>টিকা নেয়া (Vaccine)</b>		<b>রোজা ভাঙবে না(আপকে মাসায়াল)</b>
ইনসুলিন গ্রহণ করা (Insulin):		রোজা ভাঙবে না
রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দেয়া		রোজা ভাঙবে না
ডায়াবেটিসের সুগার মাপা		রোজা ভাঙবে না
<b>রক্ত নেয়া বা দেয়া</b>	রোযা অবস্থায় রক্ত দিলে রোযা ভাঙে না। তাই টেস্ট বা পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়া যাবে তবে এ পরিশোধ রক্ত দেওয়া মাকরুহ যার কারণে শরীর অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই দুর্বল লোকদের জন্য রোযা অবস্থায় অন্য রোগীকে রক্ত দেওয়া ঠিক নয়। আর এমন সকল ব্যক্তি যে রোযা অবস্থায় অন্যকে রক্ত দিলে রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর হবে না সে রক্ত দিতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩]	
হিজামা বা সিংগা নেয়া:	হিজামা বা সিংগা নেয়া দ্বারা রোজা ভাঙে না। যদি শরীর দুর্বল লাগার ভয় বা শঙ্কা থাকে তাহলে মাকরুহ। যদি এমন ভয় বা শঙ্কা না থাকে তাহলে মাকরুহ হবে না।	

### পাকস্থলীতে পৌঁছে স্থির হওয়া

প্রবেশকৃত বস্তু পাকস্থলীতে পৌঁছে স্থির হওয়া। প্রবেশ করার পর স্থির না হলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

এন্ডোস কপি (Endos Copy): চিকন একটি পাইপ যার মাথায় বাস্তব জাতীয় একটি বস্তু থাকে। পাইপটি পাকস্থলীতে ঢুকানো হয় এবং বাইরে থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। সে স্থির পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নলে যদি কোন ঔষধ ব্যবহার করা হয় বা পাইপের ভিতর দিয়ে পানি/ঔষধ ছিটানো হয়ে থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি কোন ঔষধ লাগানো না থাকে তাহলে রোযা ভাঙবে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)